আমাদেরএই ইকিড়মিকিড় মুদিখানা

সুদক্ষিণা বসু

শমিতদাকে-না ছটা ব-বাচক, খ-বাচক খিস্তিদিতে ইচ্ছে করছে। হাতে ঘড়ি ধরে আধ কি একটি ঘণ্টা, সামনে পাতা পেন, নেশালা, ম ারকাটারি লেখ, এক্সপেরিমেন্টালি লেখ, ব্যোম তারা এ কোনপরীক্ষায় ফেললে হে শঙ্করী? চারঘণ্টা ধরে একটু আগে যেসত্যিক ারের পরীক্ষাটা দিয়ে এলাম, এই আধঘণ্টা পরীক্ষা দেখছিতাকেও ছাপ্যে যাইব। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদপ-দপ করছে, নখ মাংসের উপর বড্ডঅঁ াট হয়ে আছে, শমিতদাটা না সত্যি ... কালকে ফোর্থ পেপার। এখনো ছিন্নপত্রের পত্রসাহিত্যগুণ,কমলাকান্তের দপ্তর ... চছু! পরীক্ষ াটা এইভাবে মারিয়ে না দিলেইচলছিল না। এক্ষুনি আবার ললিতাদি এল বলে পরশু জুয়েলারিতে একটাঝুমুরবিশিষ্ট চুটকি করতে দেওয়া আছে, আজ আনতে হবে, ওকেই বরংকুড়ি টাকা দিয়ে নিয়ে আসতে বলব। পঞ্চাশ অ্যাডভান্স নিয়েছে। দূর! এইভ াবেবইমেলার সারে-কি-সারে পাইয়া হালার পো হালা ইবলিসের বাচচাপঞ্চভূতে মেরে দেয়!

তোমার ফোনটা রেখে অফিস বিল্ডিং থেকেগেটের দিকে যাচ্ছিলাম। পেটে তো চুহা দৌড়চ্ছে। চারটে বাজতে চলছে(এখন খেয়াল হচ্ছে পরীক্ষার জন্য ঘড়িটা দশ মিনিট এগিয়েরেখেছিলাম) দিদা মেরি রাহ্ দেখ রহি হোগি, মা-ও তো ফোন করবে আরএই নিয়ে াগী গুষ্টির (মাতুলবংশ) জাতিচিহ্ই হল টেনশনকরা। এরপর যদি হাতিবাগানে জ্যামে পড়ি--- সেই অভিমন্যু যে ব্যূহ থেকেবেরতে পারেনি। বড়ো ব্যাগ (বড়ো বড়ো অ্যামাউন্ট রাখার) থেকেদশ টাকার নোটগুলো বার করছিলাম। ডান কাঁধে জিন্সের ঝোলা, বাঁ হ াতেখয়েরি পার্স, ডান হাতে বড়ো ব্যাগ। মুখে করে দশটাকাগুলো ধরে লাল বড়ব্যাগে চেন টানতে টানতে হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের পাশ দিয়ে আসছি,লাল সালোয়ার পরিহিতা গোলগাল চশমা পড়া বাচচা বাচচা দেবলীনা, সম্মুখসমরে।

[(এই সে মেয়ে যে আমাকে এসে বলল সুদক্ষিণাদি, আমি এবারডিসিশন নিয়েই ফেলেছি, অফ পিরিয়ডগুলোর সদ্ব্যবহার করব -- ক্সটিশেরকয়েকটা বন্ধু হয়েছে, ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবো -- (খবরটা শুনেমণিদীপাদি বললে গেল রে মেয়েটা) পরমুহূর্তেই ওর বিশ াল বপু দিয়েআমায় জাপ্টে ধরে তারস্বরে বলল--- ওগো দিদি, তুমি চলে গেলে আমারকি হবে গো (এ প্রসঙ্গে আরো একটা বুড়ো স্মৃতি আছে -- যখনওর সঙ্গে ভাব ভালোবাসা প্রথম প্রথম হচ্ছে টিচার্স ডে'রঅনুষ্ঠানের রিহার্সাল চলাকালীন ওইরকমই বাচচাদের মত গম্ভীর হয়ে গিয়েবলেছিল সুদক্ষিণাদি আমি এবার একটা বিয়ে করব, মাকেও বলেছি, তাহলে বেশবর ভালোবাসবে,শ্বশুর ভালে াবাসবে, শাশুড়ি বৌমা বৌমা করবে। বলেছিলাম বর বেশভালো করে .... দেবে,শ্বশুরও দিতে-টিতে পারে, আর শাশুড়ী খাটিয়েম ারবে, আর তুই মা হলে চেল্লাতিস, এখানে কিছু বলতেও পারবি না ওরকাশ্মীরি আলুরদমোপম মুখটা আমলকির মতো হয়ে গিয়েছিল সত্যি, তাই-ইহয় গো?) ওর মাথায় হাত রেখে বলেছিলাম --- ঈশ্বর তোকে আর কিছু নাদিন, একটু ম্যাচিওরিটি যেন দেন। হাসি পাচ্ছে, খোঁড়া শেখাচ্ছে পথচলা, মানেএকটু এ্যাকাডেমিক রঙ মারলে যেটা হয় -- আপন ঘরের খবর হয় না বাঙ্কাকরি পরকে চেনা --]সব সময়ই যেন উড়ো উড়ো রূপকথা শুনে দুঃখের ভাব, অবতরণকরে বলল--- কিগো পরীক্ষা কেমন দিলে? --- 'ব ানিয়েছি' -- বলেকাটিয়ে দিলাম, সময় নেই, ক্যান্টিনের সামনে চাড্ডি বিম, লোহালক্কড়, ঈশ্বর!পাঁচটা কয়েন খসিয়ে তিনটে কল, অ ামাদের কলেজ ক্যাম্পাসের ফোনগুলোসুদক্ষুধা দিন দিন বেড়েই চলেছে ... মনে হচ্ছিল ঈস্ এখন যদি বিদ্যাসাগর ভবনে(আর্টস বিল্ডিং) নিচ থেকে পুরোনো কয়েন দিয়ে ফোনকরতাম, আহ্ টেক ওয়ান মণিদীপাদি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। আমি বলছি-- ঠেক-এর খবর কি? আমি আট তারিখ চন্দননগর ব্যাক করছি, বা;সুবিমলের সিকি লেবু নিংড়ানি পড়ে মনে হচ্ছে ঠেক-এর মুখপত্রের অনেক জায়গাইরিপ্রিন্ট করা যায় ... নাহ এই জায়গাটার জন্য লীনাদির অবতরণকল্পিত হউক ... কাট্ কাট.. টেক টু ... ফ্ল্যাশব্যাক প্রথম দিনক্লাস নিচ্ছেন লীনাদি; 'তোমাদের সিলেবাসে অনেক আধুনিক জিনিসইদেওয়া যেতে পারে, আমি এই একটা জয় গোস্বামীর কবিতা, কি সুবিমল মিশ্রেরউপন্যাস ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু একেকজন একজামিনার একেকভাবে খাতা দেখবেন,একেকজনের কি দরকার অনিতাদিই তো আছেন -- রবীন্দ্রপ্রাণা -- জয়গোস্বামী-কাব্যসংগ্রহ দেখে পরম শ্লেষাত্মক ছলাকল ায় (যা শুনে মনে পড়ে হেছলনাময়ী রমণী, তোমাকে সেলাম) 'খুউব ভাল্লাগে না এর লেখাপড়তে?' আমিও কেমন বীরপুঙ্গব (এই শব্দটা দিলেই কেমন যেন হনুমান ওতৎসংক্রান্ত লেজের কথা মনে আসে) ভঙ্গিতে বলেছিলাম -- হ্যাঁ নিশ্চয়ই।ট্রেনে আসতে আসতে ঝাঁ ঝাঁ মস্তিষ্কেওই প্রশ্নের বিরোধীযুক্তিগুলো এক দুই পয়েন্ট করে সাজিয়েছিলাম। নাহ্ আর কেউ নয়, তখন'মণিদীপাদিই নাবতেন ... কাট্ কাট্ .. টেক থ্রি .. কিন্তু দিদিবিদ্যাসাগর ভবনে কী করবেন, খাতা জমা দিয়ে উনি তো অফিস বিল্ডিং থেকেআসবেন, জানো অ ামার ভারি ইচ্ছা তুমি একদিন এসো, আমার কলেজে, তোমাকেদেখে ওরা ভারি ফিসফাস দূষণ ছড়াবে, আমার পরম হাসি পাবে তবে ঐটুকুবুঝিয়ে দেওয়া যাবে এইসব পাতি পাতি বাংলা নোট (বাংলা অর্থে আঙুরেরঅভাবে ভাত পচানো মদ্য) পাতি বন্ধুত্ব --

এগুলোকে কোন জোরেঅগ্রাহ্য করি। আজকেই ২৪০-এ বসে বসে ভাবছিলুম ন্যায়রত্ন আসবেন, টেক ফোরসিঁড়ির ধাপিতে বসে আমি হেউ হেউ করে কাঁদছি একটু চিন্তা হলোনা আপনার, কেমন আছি, কীভাবে আছি, মেয়েটা কী পরীক্ষা দেবে, বিগতএকমাস কী কেটেছে আমিই জানি, দেখুন, এগুলো কাটিয়ে ওঠার মতো শক্তিআমার আছে কিন্তু এরপরেও তো কষ্ট হত, বেশি বেশি করে ব াড়তে দিই,আর আপনি নির্ভাবনায় মশগুল , আমি দাঁতে দাঁত চেপে লড়ছি, আজ যদিআপনাকেও নতুন করে সেসব বলতে বসতে হয় ... তাহলে ... ন্যায়রত্ন মাথায় হাতরেখে বলবেন 'শান্ত হও। পরীক্ষাটা ভালো করে দাও, আটতারিখ আমিও তো চন্দননগর য াচ্ছি। তুমি মনটা চঞ্চল করোনা'--- তখনইঘটবে আমার প্রিয়তমা মণিদীপাদির আগমন। কী ভাববে? সুদক্ষিণারওচারপাশে একটা কংক্রীটের দেওয়াল আছে! কাঁদার জন্য, ঠেসান দেওয়ার জন্য।শেষ সিনে ন্যায়রত্ন ঝোলাটি সামলে উঠে পড়বেন -- 'আজ আ সি,পরীক্ষাটা ভাল করে দিও।'

২৪০ পেতে দেরি হলে মুশকিল হবে। খিদে নামকতলোয়ার পেটে খুব অশ্লীলরকম খোঁচাখুঁচি করছে। দেরি দেখে দিদা ভাববেনা তো! টেবিল টি আর মাংস ঢাকা আছে, দিদা শুয়ে শুয়ে 'অন্তরালে'সিরিয়াল দেখছে। হৃৎপিণ্ডটা ধবকধবক করে লাফাচ্ছে -- উত্তেজনা, বাহ্ লিখেদিতেই হবে। শমিতদা যেদিন বলেছে সেদিন থেকে বেলুন হয়ে আছি, আমোদেরউত্তেজনা অথবা উত্তেজনার আমোদ -- ২৪০ টা দাঁড়িয়েছে বেশ পিছনে, সামনে একটানীল মাতি এইটহাণ্ড্রেড। বাসে পিছনের সিটগুলোয় বেশি পক্ষপাত,ফাঁকা নেই স ামনেই উঠল -- ব্যাস্ গল্পটার জিভ সঙ্গে সঙ্গে চড়চড় করেদুমুখো হয়ে চিরে গেল। ঝিজিৎদার কথা -- 'দশ মিনিট চুপ করলে দেখবেতুমি কত কি ভাবছ' ... তখন মনে হচ্ছিল ভাঙা ভাঙা ভাবনাগুলোএকেকটাকে একেকটা কালিতে, একেকটা ভাষায় বিন্দু বিন্দু জুড়ে,রাঙাভাঙা, ত্রিমসন ভায়োলেট, টার্কিশ ব্লু ... বাস আটকে গেছে --- বিডনস্ট্রীট-হরি ঘোষ ত্রসিং, দেওয়ালটার কালোর উপর লালকালিতেলেখা সিনেমার নাম -- Aরেটিং ... হরি ঘোষের রাস্তার সাদা দাগের মুখে জমছেছোট বড় গাড়ি, হ্যাঁ ভাবনা, যেমন ক াল রাত্রিতে লিখল অত কথা, ইংরেজিতে, Sometimes I can't make out a reason why everything becomes shabbyto me. Sometime I feel very much depressed as if I have no shelter to go, nofriend to talk, but a psychic fear that everyone could cheat or leave me away! দিদা হাত দেবেনা তবু সঙ্গে করে নিয়ে এলাম লেখাটা। ক াল গানটারকথা একটু সিলভার কালারে লিখে এর সঙ্গে জুতে দেওয়া যায় ভাবনাআমার বাঁধল নাকো বাসা, কেবল তাদের স্রে াতের 'পরেই ভাসা .....ডায়রিতে ঐভাবে লিখেছে একটা ভাষা, স্রোতে গা এলানো। কোলাজ কোলাজ।কোলাজ বললেই নারকে াল গাছের গুঁড়ি নেট টাইপ ছালের কথা মনে হয় কারণকোলাজ শব্দটা যোনার পরওগুলো দিয়ে কার্ড বানাবার কথা ভেবেছিলাম। বোধহয়কানাইদার মুখে প্রথম কোলাজ শুনি সম্ভবত, হাঃ সে এখন কোথায়। আগেরবছর বইমেলাতেও কত গপ্পো হয়েছে, একটা প ারস্পরিক ভালোলাগা সুগারকিউবের মতো (কারণ ডায়াবেটিস রোগীদের পক্ষে শর্করাটাএ্যাভয়েড করে যাওয়াই ভাল) মনেহয় কানাইদা টের পাচ্ছেন নির্ঘাৎ।কোন স্তরে আছেন কী জানি, এবার চন্দননগর বইমেলায় আশেপাশেই ছিলেননিশ্চয়ই তোমায় লাল সেলাম, আমি সংকেতবার্তা বুঝেছি কমরেড। আচ্ছা,ভাবলেই আত্মাকে আনা যায়? একটু চিল্লামিল্লি করলে আপনাকে আসতেই হবে,হেঁ হেঁ, মায়া, মায়া, টান কি কম! (দেবযান পড়েছেন তো?) অবশ্য দেখলে এক্কেরে ভির্মি খেয়ে মুচ্ছো যাব। কালকে আকাশপ্রম াণ পড়া ফেলেকালিদাসের যক্ষ, কমলাকান্তের মতো এটাও ঘুরে ঘুরে আসছিল --রম্যাণী বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশাম্য শব্দান/পর্যৎসুকী ভবতি যৎ সখিতোহপিজন্তোঃ/... স্মরতি নূনং অবোধপূর্বং/ ভাবস্থিরানিজননান্তর সৌহৃদানি --- ওই ইংরেজি লেখাতেও ঢুকে গেছে। একটু খচরামিকরেছি -- কেউ যাতে না বুঝতে পারে সে ভয় তো যাকে বলে মাতৃগর্ভথেকেই (এ মাতৃগর্ভ দ্বিজত্বপ্রাপ্তি মানে যবে থেকে এই উচ্ছন্নে বখে যাওয়া জীবনযাত্রার অমরত্ব সম্পর্কেসচেতন হয়েছি) কত টেকনিক, কোড, কবিতা je tuaime beaueoup presceque tu ma aimes aussiভুল হবারইকথা, দীর্ঘ দুবছর হয়ে গেল বারো ক্লাশ পার করেছি হঠাৎ ড্রাইভারেরউল্টোদিকে লেডিস সিটে দু নম্বর মেয়েটাকে দেখে ধাঁ করে মনে পড়ে গেল-- মেয়েটা দ্রপ্রসাদকে ভালোবেসেছিল রে --- ওই লোকটা রজে াগুণআর সত্ত্বগুণের ষাঁড়ের গুঁতোগুঁতি থামিয়ে দুটোকেই বেনিয়ে দিতেপেরেছে, লতিয়ে দিয়েছে এ ওর ঘাড়ে। দেখলাম ভেতরে উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে, লেখাটার কথা ভেবেস্প্রিং-এর মত লম্ফনকে অনুভব করছে আমি নিজের বুকের ভেতর, তার নিচেচুহ া, কিছুটা দূরে দিদা সিটিং বিহাইন্ড দ্য টেলিভিশন, বাসটা জ্যামে পড়তেপারে। আমি কোলে রাখা জিন্সের ব্যাগটা ধরে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছালছিঁড়ছে দাঁতে, তাকিয়ে আছে বাসের পেছন দিকে, আরেকটা বাস ২৪০-র সঙ্গে Lশেপেরাস্তা পারাচ্ছে। চ ারদিক থেকে ফুটপাত, হকারসহ টগবগিয়ে ফুটছে,গাড়ি, বাড়ি, দোকান বড্ড গায়ের উপর ঠেসে আসছে, দশটার ইলেভেন এ- রমত, ওঃ সে পিসটার আবার সামনের তিনটে বোতাম খোলা --! ঠিক তখনই সেএল, মানে আমি ভাবল শমিতদা, তোমাকে না ছটা খিস্তি দিতে হয় একে আমিযতক্ষণ না নাবাব, এ আমার মাথায় ফুটবল খেলবে। আর আমারকমলাকান্তের দপ্তর থোড়াই তৈরি হবে। মা হলে বলত -- এখন ওসব নিয়েএকদম ভাবিস না, বাবার আক্ষেপোক্তি -- মনা, এই কি তোমার কবিতা লেখার সময়? দাদা পিছু হটে যেতে হবে জেনে, এবং তার প্রিকশন নিয়েওবলবে --- মুটকি, তোর না পরীক্ষা, এখন বইমেলা করে বেড়াচ্ছিস? --- উঁউঁ ...! তোর না সাত তারিখে পি.সি.এস., এখন কভী খুশি কভী গম্ দেখতেযাওয়া হচ্ছে, শুঁটকে কোথাকার! -- টংটং করে না ঘুরে

পড়তে বস -- এ,একদম বাণী ঝাড়বি না, আমি হায়ার সেকেন্ডারিতে তোর থেকে বেশি নম্বর পেয়েছি।
কালকের ইংরেজিটা বেশ ভালো হয়েছে। আসলেপুপর ওই হাই হ্যালো ভঙ্গী দেখে ভেতরটা সুলসুল করছিল, ইংরেজিতে কথ াবলতে ইচ্ছে করছিল, তাছাড়া ঐ যে কেউ পড়তে না পারে যাতে, আসলে এটাএকধরনের জিন উইথ লাইম, সমস্ত অঙ্গগুলোকে শিথিল হয়ে যেতে দেওয়াআর দেখে দেখে মজা পাওয়া। বেশ ভাণ্ড হাতে পা ছড়িয়ে বসা আর পোকাটা(কালো রঙের ঘুণ) এগিয়ে আসে কুট্ কুট্ করে খাবে -- a cattle style –'' তখন আমোদ, আহ লাগা হি দিয়া দাঁওপে, নেশাড়ু, চেকনাই, তাকেঘিরে নিজেকে নষ্ট করার ঝুপসি লোভ ---I'm not trying to improve it, a pain iscontinuously hammering me, saying leave it, just think about me. I don't knowthe cause of this unhappy feeling. Like dadu (R.Tagore) I might trying to say Ihave lots of pain to express plenty of new thoughts to discuss number offeelings to share, But the question is with whom? Such as I'm searching my জননান্তর সৌহৃদানি। এই জুয়ার নেশাটাই পেয়ে বসেছিলকালকে, ২৪০ শ্যামবাজারের মোড়ে, স্বপন স্টোর্স, জয় মা তারা সায়াপ্যালেস, তারও আগে পেরিয়ে গেছে কাপড়িশের গলি যেখানে কেবিনে বসে পূর্বাশআমার হাত ধরে বলেছিল সুকান্ত তোমার তেমন ভালোলাগে না বললে, এটানিয়ে পরে তোমার সঙ্গে বসব, সুকান্ত বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠকবি। বামিত্রার পাশে ওই গলিটা যেখানে 'দেখা' দেখে আমি আর দোয়েল মুগ্ধআঙুলে এগরোলের খে াসা ছাড়াচ্ছি। বাস লোক তুলছে, জেন্টস সিট প্রায় ফাঁকাআমি তখনো আঙুলের ছাল খেয়ে যাচ্ছে -- ইচ্ছে হলে কি গিয়ে হাতট ায় একমারি, নখ লেগে মাড়ি কেটে যাক, শিক্ষা হবে। বাসটা U টার্ননিয়েছে। এবার ফাঁকা রাস্তা পেলে উড়বে। হলুদ হলুদ ফুল বিত্রিত হচ্ছেমোড়ের মাথায়। নির্ঘাৎ সূর্যমুখী। ডানদিকে ওষুধের দোকানে বিকেলের মহার্ঘ্যরোদালো পড়েছে ধুলোময় সাইনবে ার্ডে, ডান পাশের ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন,আমিও জানলার ধার দখলের লোভে একটু উঠেছে, টান পড়ল বাঁ পাশেরমেয়েটা সালে ায়ারের কোণটা চেপে বসেছে মেয়েটি তার বাঁদিকে একটুকাত হতে তার উর থেকে সালোয়ারের খুঁট মুক্ত করে আমি জানলারধ ারের সিটটায় এসে বসল। কাল ললিতাদিকে বলছিল জানো তুমি ছাড়া এঘরেআরো অনেকে আছে মুখে কম্বল চাপা দিতে গিয়ে ললিতাদি তাকিয়ে, চোখেভয়। --হ্যাঁগো আমি খাটে বসে বসে পড়ছিলাম -- হঠাৎ ঘরময় 'Heavens Gardens' এর গন্ধ বেরতে লাগল, কেউ যেন পাউডার মাখছে, কিছুক্ষণপরে বন্ধ হয়ে গেল, ললিতাদি বলে উঠল -- কি যে তুমি বলনা ঋতুদিদি ,ভয়লাগে। বললাম -- না, ভয় পাওয়ার কি আছে, ক্ষতি তো করছে না,কেবল জামাকাপড় ছাড়তে গেলে একটু অস্বস্তি হয়। কাল রাত্রে'অনিদ্র াতপ্ত মস্তিষ্কে' যেসব আসছিল, সেগুলো ললিতাদিকে বললেহয়, না বাবা কি দরকার, ও সারাদিন ভূতের বেগার খাটে; শোয়াম াত্রইমৃত্যু। আমার এই সুখী সুখী রোমান্টিক মস্তিষ্ক নিজেই শেষকালে ভয়েরচোটে ঘুমোতে পারবে না। পায়েল বলতে বলল --- দেখছিস নীলাঞ্জনা,সুদক্ষিণা কেমন সারারাত জেগে পড়ছে, আমি রোজ পরীক্ষা দিতেদিতে ঢেঁকুর তুলি ঢ্যাও, ঢ্যাও ! আজ প্রথমটি তুলতেই অর্পিতা পিছনফিরে বলল -- এই ! সুদক্ষিণা খাতা খুলল। পরশু তরংগেতে হরিণার খুর ণদীসই লিখতে গিয়ে হরিণ বান ানে ভুল হচ্ছিল। পিছনে গ্যাঁজাচ্ছিল রীতাদি আরমণিদীপাদি। বললাম দিদি, হরিণ বানান মধ্যে ন না দন্তেন ন, রীতাদি ছদ্মধমকদিয়ে বললেন পরীক্ষার সময় বানান বলে দেওয়া হবে না, মণিদীপাদি মিনমিনেগলায় বললেন, আমি জানি হরিণের শিং খুব উঁচুহয় রীতাদি অমনি লুফে নিল --হ্যাঁ আমরা শুধু জানি হরিণের শিং খুব উঁচু হয়। তবে ওঁরা বেশকোয়াপারেটিভ, পায়েলের দেরী হয়ে গেছিল। অনিতাদি ওর ব্যাগটা নিয়েবললেন, তুমি বস, আমি রেখে দিচ্ছি। কাল প্রা চেঞ্জও করতে হবে অয়ন্তিকারাখুব চেল্লা মিল্লি করছিল। বাণীদি ব্যাজস্তুতি করে বললেন, তোমরাই এবারপ্রশ্নপত্র তৈরি করে জমা দিও । আমিও তড়াং করে লাফিয়েইউরেক ার ভঙ্গিতে বলল -- হ্যাঁ দিদি, আপনারা পারমিশান দিলেই করে দেব।বাণীদি একবার হেসে চলে গেল। ভাবখানা -- নাহ্, এদের ম ানুষ করা গেল না।পরীক্ষার আগে বাণীদিকে গিয়ে প্রণাম করছি ঝাঁকে ঝাঁকে, -- ওঃপ্রণাম করছ? তা বাবা প্রণামের জোর আর কতটুকু, ভাল করেপড়ো তাহলেই হবে। দিদি চলে যাচ্ছিলেন, আমি পিছন থেকে বললাম -- কেন দিদি,প্রেমভক্তির জোরই তো সবচেয়ে বেশি, আপনিই তো বৈষ্ণবপদাবলীতে পড়িয়েছেন -- আবার ভুবনমোহিনী হাসি, ওহ্ কি গ্ল্যামার, ঐ ভংগিচোখের সামনে ভাসছে. ক্যামেরার শট, ফ্ল্যাশ ... ফ্ল্যাশ
যাচচলে, রাজবল্লভপাড়া পেরিয়ে গেল নাকি? আমিদ্রুত উঠে এসে দরজার হাতল ধরে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনীতে ধর াপার্স। তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁক দিয়ে দরজার বীট চেপে ধরা। বাসটা সাঁ সাঁকরে ছুটছে, থুড়ি উড়ছে, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী কি পেরিয়ে গেছে?আমি আর সোমজিতা সেখানে নাটকের ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে ঠিক করেছিলঞ্চে ফিরব না বাসে? সাতটা পঁচিশের কাটোয়া পাব কিনা, অন্ধকার অচেনাগলিপথে দিক্‌ভুল। লঞ্চে বসে ছেড়ে যাওয়া ক্রমদূরমান জেটির দিকে তাকিয়েওর কথ াগুলো কানে ভেসে আসছে, জানিস নান্দীকার থেকে ফেরার সময় কতদিন এখানে একভাঁড় চা খেয়ে নিয়েছি -- একঘন্টা আর খিদে পায়নি -- আলোকিত লঞ্চে বাইরেঅন্ধকার, অন্ধকার গুলে আছে গঙ্গারছলাক্ ছলাক্ কালো জলে, প্রতিবিম্বিত বাড়ী, অফিস, রাস্ত ারআলো, পাড় ঘেঁষে। গায়ে গা দিয়ে বসে আমি আর সোমজিতা, প্রথমকলকাতা থেকে এতদেরি করে অভিভাবকহীন
ফেরা আমাদের, নিজেকে সমকামী মনে হচ্ছে, একে অন্যের মা মনে হচ্ছে,ওর, আমারও, ইচ্ছে করছে ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে

পড়ি, ঘুম ... জেটিটা দূরে, আরো দূরে সরে যাচ্ছে ...
চারপাই-এর দড়ির বুনন থেকে আফিঙের ঝিমঅতিকায় ঝুলের চেহারায় নেমে আসছে।